সম্পাদকের ভূমিকা : ১

এই বই তাঁর আট দশকব্যাপী আশ্চর্য যাত্রাপথের কিছু প্রতিবেদন বহন করবে। তিনি কী কী করেছেন তার কথা এখানে বলতে গেলে তা অতিকথনের মতো শোনাবে। তিনি কবি হিসেবে বাঙালি মধ্যবিত্ত যুবকের মতো জীবন শুরু করেই বুঝতে চাইলেন কবিতার স্বরূপ, বিশেষ করে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার অন্তর্জগৎ। সকল কবিসমাজ আর কবিতাপ্রয়াসীদের তা বোঝাতে চাইলেন। প্রকাশিত হল তাঁর একক উদ্যোগ ও সম্পাদনায় 'কবিতা-পরিচয়'। আজ তা একটা পুরাণের গল্পের মতো। তারপর তিনি লিখে ফেললেন 'শাদা ঘোড়া'-র মতো রূপকথা যেখানে অপ্রাকৃতিকতার কোনও স্থান নেই। লিখে ফেললেন 'হীরু ডাকাত'-এর মতো ইতিহাসের সমান্তরালে দাঁড়ানো এক কাল্পনিক ডাকাতের ছন্দে-মিলে-অলঙ্কৃত অত্যাশ্চর্য কাহিনি।

সেই সঙ্গে কিশোরপাঠ্য আরও কত গল্প। লিখলেন আরও কত কবিতা এবং শেষ পর্যন্ত দু'খানি বহুজন-আদৃত উপন্যাস। কিন্তু এ পর্যন্ত বলেও তাঁর কর্মকাণ্ডের অল্পই বলা হল। তিনি গড়ে তুলেছেন প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান আর নিজের আরামের চেয়ার ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন বিশ্বভ্রমণে। মেরুপ্রদেশ থেকে আমাজনের গভীরতম জঙ্গল ছিল তাঁর বিভিন্ন সময়ের ভ্রমণসূচিতে। প্রকাশ করেছেন 'ভ্রমণ' পত্রিকা।

আশ্চর্য আরেকটা কথা বলতে হবে এখানে। তা এই যে, তিনি ছবি আঁকছেন গত কয়েক বছর। কাগজ কলম নিয়ে আঁকিবুঁকি নয়। শুধু অলস সময়যাপন নয়। তিনি ক্যানভাস আর তেল রং নিয়ে চিত্রকরের ভূমিকায় অবতীর্ণ। এতটা অঞ্চল পরিক্রমা করে বাঁচা কম মানুষের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে।

না, আর কিছু বলছি না! তাঁর জীবনের যাত্রাপথটিকে চিনিয়ে দেবার জন্যই এই আয়োজন।

কালীকৃষ্ণ গুহ